REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵৹ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে।

বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র টাকাকড়ি ও বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রী ... প্রকাশক, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

১৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৬ই পৌষ বুধবার ১৩৩৯ ইংরাজী 21st December 1932 | ৩০শ সংখ্যা

হিলিংবাম

গত ৩৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা!

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না বা অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲

" " মাঝারি শিশি ২৷৹

" " ছোট শিশি ১৷৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৬ই পৌষ বুধবার ১৩৩৯ সাল।

তিনটী সন্তান প্রসব।

নদীয়া মাটীয়ারী হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—নিকটস্থ বসতপুর গ্রামে সতীশচন্দ্র দাসের স্ত্রী একসঙ্গে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। শিশুগণ সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বর্ত্তমানেও তাহারা সুস্থ অবস্থায় আছে।

প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু।

গত সপ্তাহে নদীয়া মাটিয়ারির জগদানন্দপুর গ্রামের অধিবাসী অবনীকান্ত মণ্ডল নামে একজন ৩০ বৎসরের যুবক সাইকেলে চড়িয়া যাইবার সময় হঠাৎ গর্ত্তে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গিয়াছে। প্লীহা ফাটিয়া যাওয়াই মৃত্যুর কারণ।

জাপানী টেলিগ্রামের মূল্য হ্রাস।

পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাম বিভাগের এক কমিউনিকে প্রকাশ যে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে জাপানে যে সমস্ত টেলিগ্রাম প্রেরিত হইবে তাহার হার কম হইবে এবং ভারত ও জাপানের মধ্যে সরাসরি বেতারবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইবে।

গোপাল নাট্য মন্দিরে সাবিত্রী।

গত ২রা ও ৪ঠা পৌষ অত্রত্য গোপাল নাট্যমন্দির কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের সাবিত্রী নাটকখানি মহাসমারোহে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। গতানুগতিক ক্রন্দনশীলতাকে মুখ্য না করিয়া নাট্যকার নাটকখানিকে অভিনব ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনী মর্ম্মগত সত্য অক্ষুন্ন রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যাবাৎসল্য নাটকখানির বিশেষত্ব।

মদ্ররাজের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। লেখার মর্য্যাদা তিনি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ভাবী অমঙ্গলের জন্য কন্যা-বৎসল মহারাজের বিপুল উদ্বেগ, সকাতর দিবস গণনা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে, চক্ষু সজল করিয়াছে। দুই একটী সামান্য দোষ ত্রুটি ব্যতীত তাঁহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ গুপ্তের দ্যুমৎসেন, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক দেখাইলেও তাঁহার অভিনয় হইয়াছে চমৎকার। অভিনয়ে তিনি অনেকটা প্রাণ দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সত্যবানের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয়ের দিক দিয়া ভালোই করিয়াছেন। তবে আর একটু প্রস্তুত হইয়া নামাই তাঁহার উচিত ছিল। আমাদের বিশ্বাস তিনি কোন প্রবীণের ভূমিকায় নাম কিনিতে পারিতেন।

বিজয়কেতুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার রায়ের অভিনয় আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল।

মন্ত্রী, যমরাজ, নারদ ও কৌশকদেবের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ইউসফ আলি বিশ্বাস, শ্যামাপদ সরকার, বটরাম চন্দ্র ও তারিণীপ্রসাদ সিংহের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও নিন্দনীয় হয় নাই।

বাদলের মুখে বনদেবীর গানখানি বেশ লাগিয়াছে।

স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষের অভিনয় প্রকৃতই শক্ত। তবু শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার সরকার আসর চালাইয়াছেন। নাম ভূমিকা ব্যতীত অন্য অংশ পাইলে তিনি হয়তো ভালোই করিতেন। নির্ম্মলতা, শুভ্রতার প্রতীক সতী সাবিত্রীর পরিধেয়খানি সুসঙ্গত হয় নাই।

মালবীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষের অভিনয় স্থানবিশেষে সুর থাকা সত্বেও বেশ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাঁহার মুখভাব পরিবর্ত্তন উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাস শৈব্যার ভূমিকায় নামিয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয়ও মন্দ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সেন মল্লিকের জানা উচিত ছিল যে শাশ্বতী একটী সদানন্দময়ী হাস্যচঞ্চলা আশ্রম-বালিকা। রূপসৌভাগ্য থাকিলে তিনি স্ত্রী-ভূমিকায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতেন।

কয়েকটী অভিনেতার 'দুষ্মৎসেন' ও 'সন্মুখ' উচ্চারণ কর্ণপীড়াদায়ক।

মফস্বলের বিদ্যুতালোকহীন রঙ্গমঞ্চে ইহা অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকত্ব আশা করা যায় না। তজ্জন্য মঞ্চকারু শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকারকে ধন্যবাদ।

সাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি পাইলে এই অভিনেতৃগণই যে, প্রচুর উন্নতি দেখাইতে পারেন, তাহা তাঁহাদের অভিনয় দৃষ্টে বুঝা যায়।

সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অম্বুজাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় গানগুলিতে গভীর রসের পরিচয় দিয়াছেন। মোটের উপর আমরা অভিনয় দর্শনে খুবই তৃপ্তিলাভ করিয়া আসিয়াছি।

শ্রীতারাপদ মজুমদার।

বেঙ্গল পাবলিসিটী বোর্ড হইতে প্রকাশিত পুস্তিকা

(প্রাপ্ত)

মত ও পথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য যে আইন হয়, তাহার সঙ্গে সম্রাট যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষের লোক যে প্রতিনিধিমূলক শাসন লাভ করিবার জন্য দিন দিন অধিক আগ্রহশীল হইতেছে, ইহা আমি সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আমি ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে, দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকদিগের মধ্যে এই আগ্রহ প্রথমে অল্প হইতে ক্রমে বিশেষরূপে বাড়িয়াছে। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, কোন কোন স্থানে ঐ আগ্রহে ভ্রান্ত দেশহিতৈষিতার উত্তেজনায় অনাচার দেখা যাইলেও উহা প্রায় সর্ব্বত্র আন্তরিক ও বিধিসঙ্গত সীমার অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা বৃটিশ শাসনের অধীন হওয়াতেই যে তাহাদের হৃদয়ে ঐ আগ্রহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এতদিন বিলাতের সহিত সম্বন্ধে যদি ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ আগ্রহের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলেই বরং বলা যাইতে পারিত, ভারতে বৃটিশ শাসন আশানুরূপ ফল প্রসব করে নাই। যে তরু ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল, আজ তাহাতে সুফল ফলিবার সময় আসিয়াছে। আজ ভারতবাসীদিগকে তাহাদের স্বদেশ শাসনের অধিকারে অংশ পাইবার অধিকারী করিবার জন্যই এই আইন করা হইল।"

ভারতবাসী যাহা পাইল তাহা তাহার ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রার্থনার অনেক অধিক।

কিন্তু তাহাতে কংগ্রেসের তৃপ্তি হইল না। তাহার কারণ, যখন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব প্রকাশিত হইল, তখন কংগ্রেস আর পূর্ব্বের কংগ্রেস নহে। তখন তাহা চরমপন্থীদিগের (extremists) অধিকৃত। চরমপন্থীরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুযোগে একবার দেশে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া কংগ্রেস হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। স্যার ফিরোজসা মেটা ও স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া জুতা ছুড়িয়াছিল। সেই সময় হইতে ধীরপন্থীরা (moderates) পূর্ব্বের মত কংগ্রেস চালাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, যাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইবেন তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে, তাঁহারা নিয়মানুগভাবেই আন্দোলন করিবেন। তাঁহারা মত প্রকাশ করেন, ইংরাজের উপনিবেশগুলিতে যেরূপ স্বায়ত্ত-শাসন আছে, ভারতবর্ষ সেইরূপ স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করে এবং তাহাকেই দাদাভাই নাওরোজী "স্বরাজ" বলেন। কয় বৎসর কংগ্রেস পূর্ব্বের নিয়মে চালিত হয় এবং সরকারেরও শ্রদ্ধা লাভ করে। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন শাসন-সংস্কারের কথা উঠিল, তখন ধীরপন্থীরাই চরমপন্থীদিগকে পুনরায় কংগ্রেসে স্থান দিলেন; ভাবিলেন, শাসন-সংস্কারে তাহারা তুষ্ট হইয়া দেশের উন্নতিসাধনের চেষ্টাই করিবে। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন—যাহারা বিপ্লববাদী তাহারা নিয়ন্ত্রিত শাসনে তুষ্ট হয় না। দেশের যুবকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তাহারা কংগ্রেস দখল করিল। শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব প্রকাশিত হইতে না হইতে যাহা কখন হয় নাই তাহাই হইল—কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন ডাকিয়া বলা হইল—শাসন-সংস্কারে ভারতবাসীকে যে অধিকার প্রদান করা হইবে বলা হইতেছে, তাহা প্রদান করা বিলাতের পক্ষে যেমন অপমানজনক, গ্রহণ করা ভারতবাসীর পক্ষেও তেমনি অপমানজনক। ভারতবাসী কি চাহিতেছে এবং সে কতকটা অধিকার ব্যবহার করিবার যোগ্যতা পাইয়াছে, তাহা বলা হইল না; একেবারেই বলা হইল, যে অধিকার প্রদান করা হইবে, তাহা গ্রহণের অযোগ্য।

এই সময় হইতে কংগ্রেসের লক্ষ্যও পরিবর্ত্তিত হইল। কংগ্রেস যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নানা স্থানের নেতারা মিলিত হইয়া দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিবেন, ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল। তাহার পর প্রায় বিশ বৎসর চলিয়া যাইলে দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া বলা হয়—ভারতবাসীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে তুষ্ট হইবে। এখন চরমপন্থীরা ক্রমে সে আদর্শ ত্যাগ করিয়া বলিলেন—চাই স্বাধীনতা। তাহার পর স্বাধীনতাতেও কুলাইল না—পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা হইল।

যে সময় জগতে সব দুর্ব্বল জাতি পরস্পরের মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে ব্যবস্থা করিতেছে, তখন যে দেশের নৌবহর নাই—দেশের লোককে দেশ রক্ষার ভার দিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা দিতে বিলম্ব অনিবার্য্য, সে দেশের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা কিরূপ অসঙ্গত, তাহা কে না বুঝে?

কংগ্রেস দেশে যখন উত্তেজনার সঞ্চার করিতে লাগিল, তখন নূতন আইন হইল। তাহাতে যে অধিকার পাওয়া গেল, তাহা গ্রহণ ও পরিচালন করিবার জন্য এবং পরিচালন করিয়া অধিক অধিকার লাভ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া কাজ করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব হইল না বাঙ্গালার ও সমগ্র দেশের একজন নেতা—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের একজন। তিনি মন্ত্রী হইলেন এবং মন্ত্রী হইয়া যে কাজ করিলেন, তাহাতেই কংগ্রেসের মত অসার প্রমাণ হইল। তিনি দেখাইলেন, শাসন-সংস্কারে দেশের লোক যে অধিকার পাইয়াছে, তাহা অসাধারণ। যে ক্ষমতায় কলিকাতা কর্পোরেশনকে সরকারের শাসন—এমন কি কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনশীল করা যায়, সে ক্ষমতা অবহেলা করা সুবুদ্ধির কাজ বলা যায় না। ক্রমশঃ

জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে মাননীয় জঙ্গিপুরের সবডিভিসনাল্ অফিসার মহাশয়ের উদ্যোগে একটী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী তিন দিন স্থায়ী হইবে। জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত সর্ব্বপ্রকার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার জন্য আয়োজন করা হইতেছে। কৃষ ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণকে প্রদর্শনীতে পাঠাইবার উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। রেশমজাত দ্রব্য, কম্বল, কাংসজাত দ্রব্য, লৌহজাত দ্রব্য, কাষ্ঠজাত দ্রব্য, কার্পেট, সূচীশিল্প ও অঙ্কনের বিষয় চিন্তা করা হইয়াছে।

অন্যান্য শিল্পের নাম পাইবার জন্য কার্য্যকরী সমিতি আগ্রহান্বিত আছেন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রদর্শনীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর প্রদর্শনীর সভাপতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।
সেক্রেটারী
এগ্রিকালচারাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রদর্শনী।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং

প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৶০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটি, (মুর্শিদাবাদ)

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।

মূল্য ৪ আঃ শিশি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন
সোণামুখী অফিস,
মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্ম আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন ঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেণ্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

এখন সহজে ও কম খরচে

পারিবারিক সামান্য রোগ সারে।

— দাদরি —

দাদ সমূলে দুর করে। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই। কাপড়ে দাগ লাগে না।
এক কৌটা ৵০ আনা।
মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

— দীপিকা —

এই বটিকা সেবনে চোঁয়া ঢেকুর উঠা, পেট ফাঁপা, বুকজ্বালা ও অজীর্ণতা দুর হয়।
এক কৌটা ৵০ আনা।
মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

— দরদি —

মালিসে সকল রকম ফিক্ বেদনা ও বাত সারে,
এক শিশি ।৵০ আনা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

— কল্যাণী —

এই বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, মাথা ঘোরা ও বুক ধড়্ফড়্ করা দুর হয়। ইহা কোষ্ঠ পরিস্কার রাখিয়া বল ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।
এক কৌটা ।০ আনা;
মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

— কৌমুদী —

এই মাজন ব্যবহারে দাঁতের ময়লা কাটে. মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হ'য়ে নিশ্বাসে সুগন্ধ আনে, দাঁত নড়া বন্ধ ও মাড়ি শক্ত হয়।
এক কৌটা ৵০ আনা;
মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

— সুভেদী —

সহজে কোষ্ঠ পরিস্কার করে।
এক কৌটা ৵০ আনা;
মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সকল সম্ভ্রান্ত ডাক্তারখানায় বা নীচের ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,

২৯, কলুটোলা—কলিকাতা।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

চাঁদমার্কা পাঁচন

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নূতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে
আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিং-এর কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম মো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেন্ট ঃ—

বসাক ফ্যাক্টরী

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

---

৫২ বৎসরের প্রচলিত বটিকা।

অত্যধিক বা অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবনের ফলে জননেন্দ্রিয়ের ও শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া ধাতু-দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্বপ্নদোষ, মেধাশক্তির হ্রাস প্রভৃতি পুরুষের রোগে; প্রদর, কষ্টরজঃ, অল্পরজঃ, গর্ভাশয়ের বিকৃতি ও জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগে—

"আতঙ্ক নিগ্রহ"

বটীকা অমোঘ ফলপ্রদ। মূল্য ৩২ বটীকার ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ জানিতে হইলে "কামশাস্ত্র" নামক পুস্তকখানি বিনামূল্যে পাইতে আবেদন করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৃহত্তম ভারতীয় বীমা কোম্পানী

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড।

(১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত)

বিলিকৃত মূলধন ৬ কোটী টাকা। বিক্রীত মূলধন কিঞ্চিদধিক ৩ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা। আদায়ী মূলধন কিঞ্চিদধিক ৭১ লক্ষ টাকা। মোট তহবিল কিঞ্চিদধিক ১ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জীবনবীমা বিভাগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বিক্রীত পলিসির পরিমাণ প্রথম বৎসরে কিঞ্চিন্যূন ৩৯ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে ৭১ লক্ষ টাকা, তৃতীয় বৎসরে ৮৮,৩৭,২৫০ টাকা।

মোট দাবী মিটান হইয়াছে ৫॥০ কোটি টাকার উপর।

কলিকাতা অফিস, ১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বৈজ্ঞানিক রবার দ্রব্য।

রবার কুশন (বেড-সোর বা শয্যাক্ষত নিবারক) প্রত্যেকটী ৭৲

রবার গ্লোভস্ (অপারেশনে সার্জ্জেনের ব্যবহার্য্য) জোড়া ৩৲

ফিঙ্গার ষ্টল্ (আঙ্গুলে পরিবার জন্য) প্রত্যেকটী ।/০

রবার ক্যাপ (গর্ভরোধক ও সংক্রামক রোগ নিবারক) ডজন ৩৲

রবার পেশারী (স্ত্রী-ব্যবহার্য্য—বড়, মধ্যম, ছোট) প্রত্যেকটী ২৲

বিস্তারিত মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

পি, বি, সাপ্লাই এজেন্সী,
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৪ কলিকাতা।

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত

ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিস্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২॥০ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স,
১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের উৎসবে, বর-কন্যার ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

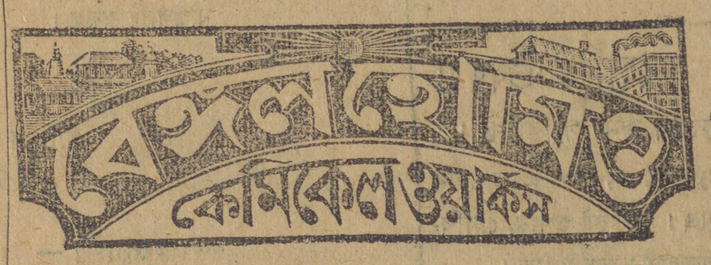

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কস্টিক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

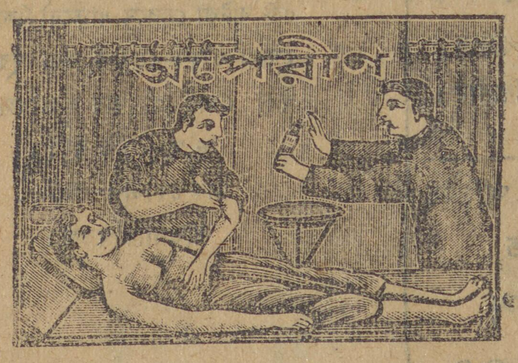

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর!

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বালক লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোক্কল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পূঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ২॥০ উক্ত ঔষধ সমূহ ।ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বিরাম এণ্ড কোং, কেমিষ্টস
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেন্টস—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।